গাংনীতে এবার ব্যবসায়ীর দোকানে সামনে বো*মা

বোমা বিস্ফোরণের একদিন পর এবার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যবসায়ীর দোাকানের সামনে থেকে দুটি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের দয়েরপাড়া এলাকার রতন আলীর মুদি দোকানের দরজায় ঝোলানো অবস্থায় হাতবোমা দুটি উদ্ধার করেন পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, রতন আলীর দোকানের সামনে মশারির জালের ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা দুটি দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা দু’টি উদ্ধার করেন। এ ধরনের ঘটনায় গ্রামের মানুষ আতঙ্কে রয়েছে।

রতন আলীর বাবা আশরাফুল ইসলাম জানান, ফজরের নামাজ শেষ করে দোকান খুলতে গিয়ে দেখি দোকানের দরজার সাথে একটি মশারির ব্যাগের মধ্যে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রয়েছে। বিষয়টি দ্রুত পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দু’টি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় আমরা পরিবারের সকলে আতঙ্কে রয়েছি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম গিয়ে বোমা দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ

এনজিও অফিসে মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদাদাবি, বোমা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে দিনে সকালে মাথায় অস্ত্র ও বোমা রেখে ডাকাতির চেষ্টা করেছে ৭/৮ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

আজ বুধবার (৯অক্টোবর) সকাল পৌনে ১১ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টার পাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে এ ডাকাতি ও চাঁদাদবির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বর্ননা সুত্রে জানাযায়, দর্শনা বাস স্ট্যান্ড মাস্টারপাড়ার ফজলু ড্রাইভারের বাড়ি ৮ বছর আগে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিস ভাড়া নেয়। এ অফিসে ২ মাস আগে বদলী হয়ে আসে হিসাব রক্ষক ফেরদৌস আলম। আজ বুধবার ৭/৮ জনের অস্ত্রধারী ডাকাত দল ভিতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল ভিতরে প্রেবেশ করে অফিসের হিসাব রক্ষক ফেরদৌস আলমকে চেয়ারে বসতে বলে। এ সময় অস্ত্রধারী একজন ফেরদৌসের সামনের চেয়ারে বসে। এ সময় গেন্জি প্যান্ট ও হেলমেট পরা যুবক মুখে মাক্স পরা অবস্থায় তার বুকে ও মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে বলে যা কিছু আছে দিয়ে দে। পরে হিসাব রক্ষক ফেরদৌস ভয়ে ভিতু হয়ে বলে আমার কাছে বর্তমান কোন টাকা পয়সা নাই।সে সময় হিসাব রক্ষক ফেরদৌসের সাথে বাকবিতণ্ড হলে এক পর্যায়ে তাকে দরজার সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

সে সময় অস্ত্রধারী বলে তোর অফিসের টেবিলের নিচে টাইম বোমা রেখে গেলাম। টাকা না দিলে তোকে হত্যা করা হবে।পরে অস্ত্রধারী যুবক অফিসের দরজার বাইরে থেকে সিটকিনি দিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। পরে অফিসের ভিতর হিসাব রক্ষক চিৎকার করলে কাজের বোয়া সিটকিনি খুলে দেয়। হিসাব রক্ষক ফেরদৌস বের হয়ে আশেপাশের লোকজনকে খবর দিলে ঐ এলাকায় হইচই পড়ে যায়। সাথে সাথে দর্শনা থানা পুলিকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর। ঘটনাস্থলে এসে দেখে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসের টেবিলের নিচে টাইম বোমাটি রেখে যাওয়া বোমাটি দেখতে পায়। পুলিশ সাথে সাথে ঐই বাড়ির লোকজনকে সরিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলে।

পরে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর হোসেনের নেতৃত্বে সেনা বাহীনীর ৪ প্লাটন সেনা মোতায়েন করা হয়। এরপর চুয়াডাঙ্গা জেলার এ এসপি জাকিয়া সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বোমাটি দেখতে পায়। এ ছাড়াও ডিবির ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা ফায়ার ষ্টেশন অফিসার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান কুষ্টিয়া র্যাবের ডিএডি হেলাল উদ্দীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলার এএসপি জাকিয়া সুলতানা জানান বোমা উদ্ধারের জন্য যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বোমা নিষ্ক্রিয় একটি দল এসে বোমাটি উদ্ধার করবে।

তবে বোমাটি উদ্ধার করতে রাত ১১ টা বাজতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাবাসি ভীত সশস্ত্র হযে পড়ে আতংক বিরাজ করছে।

“বোমা গুলু থুয়ে গেলাম পরের বার তোদের মাথাই ফেলবো কথাটা মোনে রাখিস”

“বিষ লাক টকা চাদা না দেওয়া পজন্ত এই ঘরে একটা ইট গাতা জদি হয় তাহলে এই বোমা গুলু থুয়ে গেলাম পরের বার তোদের মাথাই ফেলবো কথাটা মোনে রাখিস” চিরকুট সংবলিত ৪ হাতবোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার (১০ এপ্রিল) সকালর ৯ টার দিকে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান ও এসআই জিয়াউর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্স গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকার বিশারথ আলীর বাড়ির সামনের সিঁড়ি থেকে এই বোমা সাদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করেন। তবে, এগুলো আদৌ বোমা কিনা তা পরীক্ষা নিরিক্ষা করছেন পুলিশ।

এর আগে সকাল ৭ টার দিকে বিশারথ আলীর বাড়ির সিঁড়িতে বাজার করা

একটি ব্যাগের উপর লাল কসটেপ মোড়ানো বোমাগুলি দেখে পুলিশকে খবর দেন বাড়ির লোক।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান বলেন, হিজলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকার বিশারথ আলীর বাড়ির শিঁড়ির উপর বোমাগুলো দেখে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে বোমা সাদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে। বোমার উপর একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। সেখানে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে দূর্বৃত্তরা। তবে এগুলো যাছাই বাছাই করা হচ্ছে।

বাড়ির মালিক বিশারথ আলী বলেন, আমি একটি বাড়ি বানাচ্ছি। একারনে, এই বোমা ও চিরকুট রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। এখন আমার পরিবারের মাঝে আতংক শুরু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য ৪ টি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো আসলে বোমা কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া এলাকায় আতংক ধরানোর জন্য যারাই এই কাজটি করেছে তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা হবে।

সাবধান কিশোর গ্যাং হুমকী সংবলিত বোমা উদ্ধার

লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য কৌটার গায়ে লেখা সাবধান। মোটা অক্ষরে লেখা কিশোর গ্যাং। একটি বোমা সাদৃশ্য লাল কসটেপ মোড়ানো বস্তুু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কিশোর গ্যাং এর হুমকি দিয়ে লেখা চিরকুটে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য এই বস্তুটি সোমবার সকালের দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের নাসিম ফল ভান্ডারের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের দেওয়া খবরের ভিত্ত্বিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করেন। বোমা সাদৃশ্য বস্তুুটির

গায়ে “কিশোর গ্যাং”। সাথে রয়েছে একটি চাঁদার চিরকুট।

বোমাটি উদ্ধারের পর ওই বাজারের বিভিন্ন দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, রাত ১২টার দিকে নীল রংয়ের পোশাক ও মাফলার পরিহিত এক ব্যক্তি বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি রেখে চলে যায়। তবে ব্যবসায়িরা ভাবছেন, আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যই এটি রাখা হতে পারে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ ইসরাফিল হোসেন জানান, সকালে ব্যবসায়ি নাছিম তার ফলের দোকান খোলার সময় বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি দেখতে পায়। এসময় পুলিশে খবর দিলে, সেটি উদ্ধার করে পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়েছে। সেই সাথে চিরকুটটি জব্দ করা হয়।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে থেকে দুটি হাতবোমা ও চিরকুট উদ্ধার

গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের সামনে থেকে দুটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় হাতবোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে করে নিয়ে যান পুলিশ। এসময় হাতবোমার নিচ থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছে।

চিরকুটে লেখা আছে, ‘এই শোন আনেচ তুই না জেনি, না বুইঝি আমাদের নাম দিচ্ছিস, তোর বংশো নিরবংশো করি দিবো। যদি আমাদের কোনো হ্মতি হয়।পারলে তুই ঠেকিয়ে নিস। আর যদি বাচতে চাষ তাহলে ভালো হয়ে যাহ’ এভাবেই চিরকুট ও লাল কচটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোম প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ির সামনে রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে

থেকে উদ্ধার হওয়া চিরকুট

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল হাতবোমা দুটি উদ্ধার করেন।

প্রবাস ফেরৎ আনিছুর জানান, সম্প্রতি আমার ভাই তখলেছুরের তিনটি গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গরু তিনটি নিয়ে যাওয়ার সময় দুটি গরু পালিয়ে আসে। এর মধ্যে একটি বড় গাভি নিয়ে যায় চোরের দল। এঘটনায় আনিছুর ও তখলেছুর পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আর এতেই হ্মিপ্ত হয়ে বোম ও চিরকুট রেখেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর সামিউল ইসলাম বলেন, একটি বড় বোসের সাথে ছোট আরেকটি বোম লাল কসটেপ মোড়ানো রয়েছে। ভয়ভীতি দেখানোর জন্যই হয়তো এটি করেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল জানান, বাড়ির মালিকের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি বোমা প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের দরজার সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বোমা উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে ভরে থানায় নেয়া হয়েছে। এখন এঘটনায় জড়িতদের সনাক্তকরণ করতে পুলিশ কাজ করবে।

গাংনীতে ৫ টি বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনী উপজেলার খাসমহল সীমান্ত থেকে ৫ টি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। ভারতীয় সীমান্তে আন্তর্জাতিক পিলার ১০৮/১ এস এর নিকটবর্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরের একটি পুকুরের মধ্যে থেকে কসটেপ মোড়ানো এই বোমা বস্তুগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত (১০ জুন) রাত ১১ টার দিকে এই বোমা উদ্ধার করে

গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

আজ শনিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, খাসমহল গ্রামের আব্দুল হান্নানের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে লালটেপ মোড়ানো বোমাগুলো প্রথমে বিজিবি সদস্যরা দেখে থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এএসআই আযম ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ সেখানে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করে পানিভর্তি বালতিতে রাখা হয়। এলাকায় আতংক তৈরী করতে কোনো দুস্কৃতিকারীরা এ গুলো রেখে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ওই এলাকায় দুটি পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে উত্তেজনা তৈরী করেছেন। কোনো পক্ষ প্রতিপক্ষদের ফাঁসাতে এগুলো রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওসি আব্দুর রাজ্জাক দুপুরেই এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে জানান তিনি।

গাংনী থেকে বোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার উত্তর ভরাট গ্রামের ওয়াক্তিয়া মক্তবের পাশ থেকে একটি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বোমাটি উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হান্নান বলেন, ওই গ্রামের মক্তবের পাশে লাল স্কটেপে পেঁচানো একটি বোমা দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে ককটেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে তদন্ত শুরু করা হবে।

মেপ্র/ ইএম

গাংনীতে একটি মাদ্রাসার কাছে থেকে ৪টি বোম উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া মাদ্রাসার কাছ থেকে ৪ টি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিত্যক্ত অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি বালুভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় করে পুলিশ। আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য দুর্বৃত্তরা বোমা গুলো ফেলে রেখে যেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মানিকদিয়া এগারপাড়া দাখিল মাদ্রাসার পাশে বোমা পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ।
হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের এএস আই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাল স্কচ টেপ দিয়ে মোড়ানো চারটি বোমা উদ্ধার করতে সক্ষম হন।
আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য বোমাগুলো দুর্বৃত্তরা রাখতে পারে। এই ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলে জানান এসআই শাকিল খান।
-গাংনী প্রতিনিধি